সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক — (ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত)

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

জঙ্গিপুর, হেড অফিস—দিনাজপুর

সেন্ট্রাল অফিস—১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ—জলপাইগুড়ি, পার্ব্বতীপুর, ভবানীপুর (কলিকাতা), রায়গঞ্জ, রাজসাহী, আলীপুর দুয়ার, রামপুরহাট। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলিকাতা), গাইবান্ধা ও দুবরাজপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন

Ex. M. L. C.

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত

পক্ষাঘাতের তৈল ঔষধ

এক মাস ব্যবহারোপযোগী তৈল ঔষধের মূল্য ১৬৲ ষোল টাকা

চ্যবনপ্রাশ /১ সের ১০৲ মকরধ্বজ ১ তোলা ৬৲

দশভুজা ঔষধালয়

মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

(প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন বোর্ড, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ডি, এস, বোর্ড)

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১লা মাঘ বুধবার ১৩৫৩ ইংরাজী 15th Jan. 1947 | ৩৪শ সংখ্যা

আপনার

কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

করপোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম: ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

নূতন বীমা—১৯৪৫

১২ কোটী টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস: কলিকাতা

স্থান পরিবর্ত্তন

"ট্রেড সিণ্ডিকেট" নামক পুস্তক বিক্রয় প্রতিষ্ঠান জঙ্গিপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জে ব্যানার্জ্জি কোম্পানির সংলগ্ন গৃহে উঠিয়া আসিয়াছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা মাঘ বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

সার্কেল অফিসার

জঙ্গিপুরের সার্কেল অফিসার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রকুমার রায় কয়েকদিন পূর্ব্বে যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া সার্কেলে বদলী হইয়া গেলেন। ধুলিয়ানে তাঁহার বিদায় অভিনন্দন সভায় জঙ্গিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ মর্ত্তুজা রেজা চৌধুরী এম-এল-এ, প্রমুখ গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় ময়মনসিংহের প্রবীণ উকীল মিঃ খোন্দকার সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া একটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন—তাহার মর্ম্ম—রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারিগণ নিজেদের কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিলে চলিবে না। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। যাঁহার বিদায় অভিনন্দন সভায় এই উক্তি করা হইয়াছে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে সেই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধীরেন্দ্রকুমার জঙ্গিপুর সহরের ৩ মাইল দূরবর্ত্তী দফরপুর গ্রামের স্বর্গীয় রায় কিরীটভূষণ দাস এম-এল-এ, বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রায় বাহাদুর প্রথম রাজকার্য্যের ভার পান—দফরপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতরূপে। তারপর ক্রমে জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য এবং সরকার কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্টরূপে তাঁহাকে একটী ঘটনার তদন্ত করার সময় প্রমাণ পাইলেন—তাঁহার জামাতা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। তদন্তের রিপোর্টে জামাতা বাবাজীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে লিখিবার সময় একটুকুও স্নেহদৌর্ব্বল্য দেখান নাই।

নিজে অবৈতনিক কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করা অসম্ভব বলিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রকুমারকে ফৌজদারীতে এবং কনিষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রকুমারকে মুন্সেফী আদালতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। হীরেন্দ্রকুমার বর্ত্তমানে জঙ্গিপুর মুন্সেফীর নাজির। যাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থের বাহিরে একটী কপর্দ্দকও গোহাড় গোরক্তবৎ পরিত্যজ্য। ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

ধীরেন্দ্রকুমার যখন বহরমপুর সদরে ফৌজদারী অফিসের কেরাণী, সেই সময়ে কোন এক মাসের ৩।৪ দিন অবশিষ্ট থাকিতে দেখিলেন—তাঁহার নিকটে ৵০ দুই আনা মাত্র পয়সা আছে। এই পয়সায় ৪ দিন চালাইতে হইবে। বাবার কাছে চাইলেও অনায়াসে টাকা পাইতেন। 'মাগ্‌না ভালা না বাপ্‌সে" বোধ হয় এই নীতির অনুগামী হইয়া কারো কাছে কিছু ধারও লইলেন না। বহরমপুরে তখন পটোলের সের ৫ এক পয়সা। প্রত্যহ এক পয়সার কচি কচি পটোল সিদ্ধ করিয়া নুন ঠেকাইয়া ৩।৪ দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। ৪ দিন পর বেতন পাইলে তবে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করিলেন। কান্দী মহকুমায় কেরাণীগিরি করিতে করিতে সব-রেজিষ্ট্রারের পদ পাইলেন। শেষে জঙ্গিপুর মহকুমা নিমতিতার সব-রেজিষ্ট্রার থাকিতে থাকিতে সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য পাইয়া সবে মাত্র তিনি যে মহকুমার অধিবাসী সেই মহকুমাতেই সার্কেল অফিসারের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া সরকারের নিয়মানুসারে স্থানান্তরে বদলী হইলেন। ধীরেন্দ্রকুমার তাঁহার নূতন পদে নিজের মহকুমাতেই বাহাল হইয়া অনেকের কর্ম্মের অমার্জ্জনীয় গলদ ধরিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। মিঃ খোন্দকার যাঁহার বিদায় অভিনন্দন সভায় সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশাত্মক বাণী দিয়াছেন, সেই তরুণ সদ্য-উন্নীত রাজপুরুষের অতীত চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইয়া নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন। আমরা ধীরেন্দ্রকুমারের স্বাস্থ্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকুক ভগবৎ সমীপে এই প্রার্থনা করি।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

এই নবস্থাপিত বিদ্যালয়ের ৭ম ও ৮ম মান শ্রেণীর অধ্যাপনা গত ২রা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি উক্ত বিদ্যালয়ের ৯ম ও ১০ম মান শ্রেণীও খুলিয়া দিলেন। এত শীঘ্র যে এই নূতন বিদ্যালয় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবে, ইহা কল্পনার অতীত মনে হইত। সাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোক্তাগণের আন্তরিকতায় এই অসম্ভবও সম্ভব হইতে চলিয়াছে দেখিয়া মনে হয় এই বিদ্যায়তনের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ছাত্রভর্ত্তি আশানুরূপ হইতেছে।

আমন ধান ও চাউলের সংশোধিত মূল্য

আমন ধান ও চাউল সংগ্রহের পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ধান ও চাউলের ক্রয়মূল্য সংশোধিত হইয়াছে। এই মূল্য তালিকা ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কার্য্যকরা হইবে। ধান, কলছাঁটা মাঝারি, কলছাঁটা মোটা এবং ঢেকিছাঁটা মাঝারি চাউলের মণপ্রতি মূল্য যথাক্রমে নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

দিনাজপুর জেলায়—৬৲ টাকা, ১০৷৹, ১০৲ ও ১০৵০; মালদহ জেলায়—৬৵০, ১০৷৵০, ১০৵০ ও ১০।৵০; দার্জ্জিলিংয়ে (জলপাইগুড়ি মহকুমায়), বগুড়া, রাজসাহী বীরভূম, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় ৬।০, ১০৸৵০, ১০।৵০, ১০৷৹ বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, খুলনা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণায় ৬৷০, ১১৷০, ১০৸০ ও ১০৸৵০; ঢাকায়—৬৷০, ১১৵০, ১০৷৵০ এবং চট্টগ্রামে ৬৸০, ১১৷০, ও ১১৲ টাকা। শেষোক্ত জেলা দু'টিতে ঢেকি ছাঁটা মাঝারি চাউল ক্রয় করা হইবে না।

প্রতি এলাকার মোটামুটি ভাল ধরণের আমন ধান ও চাউল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত চলতি বস্তায় পুরিয়া ও তাহার মুখ আঁটিয়া সরকারী গুদামে সরবরাহ করিলে উল্লিখিত মূল্য প্রযোজ্য হইবে।

মুর্শিদাবাদের মাননীয় নবাব বাহাদুর গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহারই বঙ্গানুবাদ

—:০:—

(রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সৌজন্যে)

আমার স্বর্গীয় মহীয়ান পিতৃপুরুষগণের স্মৃতি বিজড়িত প্রাসাদ প্রাঙ্গনে স্বাগত হে মুর্শিদাবাদ অধিবাসিগণ স্বাগত হে আমার প্রকৃতিপুঞ্জ।

আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে ভাবোদ্বেলিত হৃষ্ট-চিত্তে আপনাদিগকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ আমাদের এই সম্মেলনের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনা-দিগকে অবহিত করাইতেছি যে আজ ভারতের বক্ষে সাম্প্রদায়িক প্রবল বন্যার যে বিপুল প্লাবন বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বিপ্লাবিত করিয়া প্রধাবিত হই তেছে যাহাতে সহস্র সহস্র নিরীহ ব্যক্তির জীবন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অসহায় পতঙ্গের ন্যায় বিসর্জ্জিত হইতেছে তাহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। আপনারা যে এই সাম্প্রদায়িক বিপ্লব হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখিয়াছেন সত্যই তজ্জন্য আপ-নারা সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার ইতিহাসে আপনাদের এই প্রীতি বন্ধনের মহান আদর্শ চিরদিন স্বর্ণা-ক্ষরে জাজ্বল্যমান থাকিবে। ইহাই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের নির্দ্দেশ।

জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল উদার হৃদয় ব্যক্তিই একবাক্যে দ্বিধাশূন্যচিত্তে স্বীকার করিবেন যে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশবাসী সকলকেই মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশ হিতে রত থাকা উচিত এবং ঈশ্বরের নির্দ্দেশও এই যে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদেশবাসীই সৌহার্দ্দপূর্ণ প্রতিবেশীত্বের মধুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের এই শান্ত নীড় মুর্শিদাবাদ নগরী কখনই বিদ্বেষ বহ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া স্নেহডোরাবদ্ধ প্রতি-বেশীর মধ্যে কখন অপ্রীতির প্রসার পাইবে না। আমার ইহাও স্থির বিশ্বাস যে অদূর ভবিষ্যতে আমার ও আপনা-দের প্রিয় মুর্শিদাবাদ তাহার অতীত কীর্ত্তির স্মৃতি স্তূপের বক্ষে পুনরায় গৌরবময় স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ভাতিতে উদ্দীপিত হইবে আবার সে ভারতের বক্ষে উন্নত শীর্ষে কীর্ত্তি কৌস্তুভহার ধারণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিবে।

দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সম্প্রদায় বিশেষ যখন উন্মার্গ-গামী হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেয় ও অসাধু উত্তে-জনায় উত্তেজিত হইয়া বিবেক বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে এবং কুকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ভুলিয়া যায় তখনই তাহারা উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া নৃশংসতার চরমে যাইয়া ভ্রাতার রক্তে দ্বিধাহীনচিত্তে হস্ত কলুষিত করে। ইহারই পরিণামে আজ সহস্র সহস্র লোক গৃহহারা সর্ব্বস্বহারা হৃতসর্ব্বস্ব ভিখারী হইয়াছে। ভারতের বক্ষে আজ তাই অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব দানবের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। যাহারা এই নরমেধ যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়াছে, সহস্র অনুতাপে অনুতপ্ত হইলেও আর সে হতভাগাদিগকে আমাদের মধ্যে ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন যে যাহারা সর্ব্বহারা হইয়া এখনও জীবিত আছে তাহাদের হৃদয় দুরারোগ্য ক্ষতই জর্জ্জরিত হইয়া অনিবার্য্য দুঃসহ যাতনার আগার হইয়াছে।

যদিও বহু চেষ্টায় অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে কিন্তু বিদ্বেষ বহ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, তাহা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে কখন জ্বলিয়া উঠে কে জানে। কিন্তু এই পশু প্রবৃত্তিকে সমূলে উন্মূলিত করিতে হইবে এবং তখনই শান্তির প্রলেপ আমাদের ক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করিবে এবং এই দারুণ দুষ্কৃতিপাকের করুণ স্মৃতি অতীতের অতল তলে নিমজ্জিত হইবে। এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মান চন্দ্রের ম্লানিমাকে শুক্লপক্ষের স্নিগ্ধ মধুর চন্দ্রকিরণে যেমন সকলকে প্রফুল্লিত করিয়া ক্রমে মানসপট হইতে অপসারিত করে সেইরূপ কালক্রমে এই বীভৎস তাণ্ডবের ভয়াবহ প্রতিচ্ছবিও হৃদয় হইতে অপসারিত হইবে তখন আবার শান্তির শীতল সমীরণে অন্তর্নিহিত উত্তাপ দূরীভূত হইবে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিসদৃশদৃষ্টি ভঙ্গিমার অবসান না হইলে শান্তির পূর্ণ অবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, ভারতের জনমান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একযোগে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া হিন্দু মুসলমানের মতবৈষম্য দূরীভূত করা একান্ত কর্ত্তব্য। অধুনাজাত এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাহার প্রেরণায় সহস্র সহস্র নিরীহ জীবন বিনষ্ট হইয়াছে তাহাকে অনতিকাল মধ্যে সমূলে উৎপাটিত করাই নেতৃ-বৃন্দের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা স্থির নিশ্চয় যে কোনও সভ্যদেশেই এইরূপ বর্ব্বরোচিত আচরণ স্থায়ী হইতে পারে না। আমরা যদি জগতের অন্যান্য স্বাধীন জাতির সহিত সমান সম্মান লাভ করিতে চাই তবে আজ ভারতের শাসন শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তনের যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে যথাসময় একযোগে তাহার সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। নেতৃবৃন্দেরও সকল দ্বিধা দূরীভূত করিয়া জাতি ও দেশের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে একযোগে জাতি ও দেশের কল্যাণে রত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হে মুর্শিদাবাদের নাগরিকবৃন্দ, আমাদেরও অলস থাকিলে চলিবে না, এই সন্ধিক্ষণে নেতৃবৃন্দের আহ্বানে দেশের কল্যাণের জন্য আমরা হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া আমরা একযোগে আমাদের বহু আয়াসলব্ধ, আত্মত্যাগের ভাস্বর মহিমায় প্রদীপ্ত ভারতের বহু শতাব্দীর পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া আমাদিগকে স্বাধীন এবং এক অখণ্ড জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করি। আসুন সকলে সকল দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া এই মহামুহূর্ত্তে স্ব স্ব সামর্থ অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধভাবে দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হই। আসুন সকলে, সকল হিন্দু মুসলমান সচেষ্ট হইয়া দেশহিতব্রতে রত হই। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হইবেন। ইতি

মিছরির সংশোধিত মূল্য

গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে মিছরির সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—কলিকাতায় পাইকারী প্রতি মণ ২৮৲ টাকা, খুচরা প্রতি সের ৷৶১৫, কলিকাতা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত বাঙলার সর্ব্বত্র পাইকারী প্রতি মণ ২৯৷০, খুচরা প্রতি সের ৸৫

ভারত সরকার চিনির দর মণপ্রতি ৪৷০ হিসাবে বাড়াইয়া দেওয়ায় এই মূল্যবৃদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে।

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুরবল্লী

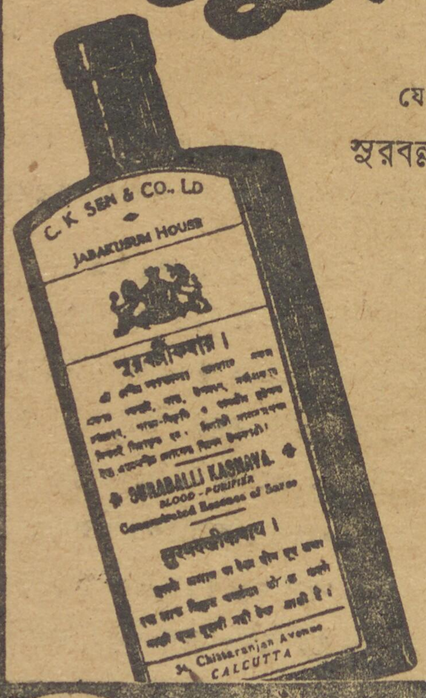

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ